সময় কখনো ফিরে আসে না

বই	সময় কখনো ফিরে আসে না
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সময় কখনো ফিরে আসে না

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সময় কখনো ফিরে আসে না

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

Sijdah.com

wafilife.com

মূল্য : ১১২ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

সূচিপত্র

অবতরণিকা ০৭

সময়ের পরিচয় ০৯

মানুষের দুটি অবস্থান ১৪

১. জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ১৪

২. আখিরাতের ভীষণ মুহূর্তে ১৪

সময়ের তিন ভাগ ১৭

মানুষের দুটি শ্রেণি ২৩

সময়ের বৈশিষ্ট্য ৭৩

১. সময় দ্রুতই চলে যায় ৭৩

২. সময় কখনো ফিরে আসে না, সময়ের কোনো বিনিময় হয় না ৭৩

৩. সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ৭৪

সহায়ক গ্রন্থাবলি ৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

الحمد لله القائل : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[১]

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের ওপর।...

এই পৃথিবীতে মুমিনদের মূল পুঁজি সামান্য কিছু সময়, সুনির্দিষ্ট কিছু মুহূর্ত কিংবা হাতে গোনা কয়েকটি দিন। যে ব্যক্তি এই মুহূর্তগুলোকে কল্যাণের কাজে বিনিয়োগ করে এবং সময়গুলো থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়াস পায়, তার জন্য মহা সুসংবাদ। আর যে ব্যক্তি সময় নষ্ট করে এবং কল্যাণ সঞ্চয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে, সে মূলত জিন্দেগির একমাত্র পুঁজিটাকেই বরবাদ করে—যা আর কোনো দিন সে ফিরে পাবে না।

অলসতা ও আরামপ্রিয়তার এই যুগে ভাটা পড়েছে মানুষের উদ্যমে। মানুষ আজ হয়ে পড়েছে আরাম ও বিলাসপ্রিয়। আল্লাহর আনুগত্য থেকে ক্রমশ গাফিল হয়ে পড়ছে তারা। আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ইবাদতবিমুখ হওয়ার প্রবণতা। বিরান হয়ে পড়েছে আনুগত্যের খাতা। অহেতুক কাজে বিনষ্ট হচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময়।

নাজুক এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের দিশা লাভের মহান মানসে আমরা উম্মাহর খিদমতে পেশ করতে যাচ্ছি মূল্যবান একটি কিতাব। এতে সময়ের প্রকৃতি ও

১. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৫

বৈশিষ্ট্য নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব এবং সময় হিফাজতের কলাকৌশল নিয়েও উঠে এসেছে বেশকিছু মূল্যবান দিকনির্দেশনা। সেই সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে মহান সালাফের অনুপম কিছু ঘটনা—সময়কে কাজে লাগিয়ে যারা আনুগত্যের চাষ করতেন জীবনের ময়দানে আর ইবাদতের ফুল-ফসলে ভরে তুলতেন আখিরাতের গুদাম, যারা নিজেদের সময়কে কাজে লাগিয়েছেন, আনুগত্যের মাঝেই যারা জীবনযাপন করেছেন, ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে পরিণত করেছেন অমূল্য জীবনে।

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের সময় কাজে লাগানোর তাওফিক দান করেন। এ বইতে বলা কথাগুলো দিয়ে আমাদের অন্তর জীবিত করেন। এগুলোকে আমাদের জন্য এমন স্মরণিকা বানিয়ে দেন, যার ফলে আমরা অলসতার অসুখ থেকে বাঁচতে পারি। যেন সংশোধিত হয় আমাদের জীবনের বাকি দিনগুলো।

وصلى الله على نبينا محمد

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

সময়ের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

'সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে, সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।'[২]

'আল্লাহ তাআলা এখানে আসরের শপথ করেছেন। আসর হলো সময়। সময়ই হচ্ছে মুমিনের পুঁজি। মুমিনকে তার মুনাফা অর্জন করতে হবে এ সময়ের মাঝেই। এর মাঝেই তাকে অর্জন করতে হবে নেক আমল। গোছাতে হবে তার আখিরাত। সময় মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন। কিন্তু দ্বীন থেকে যারা বিমুখ থাকে, সময় তাদের জন্য কেবলই দুর্ভাগ্যের। এর মাঝে যথার্থ শিক্ষা রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। আর দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে বিস্মিত হওয়ার উপাদান।'[৩]

কুরআন-সুন্নাহ সময়ের গুরুত্ব, সময় থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় উপস্থাপন করেছে আমাদের সকাশে। এক কথায় সময়ের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, সময় আল্লাহ-প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম।

এ বিরাট নিয়ামতের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'তিনিই রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। এবং তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[৪]

---

২. সূরা আল-আসর : ১-৩
৩. হাশিয়াতু সালাসাতিল উসুল : ৭
৪. সূরা আন-নাহল : ১২

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

'যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়, তাদের জন্য তিনিই রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।'[৫]

সময়ের গুরুত্ব ও প্রভাব কতটুকু? এ প্রশ্নের উত্তরে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা অনেক সুরার প্রারম্ভে সময়ের কসম করে কথা শুরু করেছেন।

ফজরের কসম করে তিনি বলেন :

وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ

'শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের[৬]।'[৭]

রাত ও দিনের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে।'[৮]

দিনের প্রথম অর্ধ নিয়ে শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

'শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির, যখন তা গভীর হয়।'[৯]

---

৫. সুরা আল-ফুরকান : ৬২
৬. জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত।
৭. সুরা আল-ফাজর : ১-২
৮. সুরা আল-লাইল : ১-২
৯. সুরা আদ-দুহা : ১-২

'ফজর, দুহা, রাত-দিন—এ সবই সময়ের বিভিন্ন অংশের একেকটি নাম। সময়ের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন, যাতে মানুষের দৃষ্টি সময়ের দিকে ফেরে। যাতে মানুষ সময়ের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। বুঝতে পারে সময়ের সদ্ব্যবহারে রয়েছে কত শত উপকারিতা ও সুফল।'[১০]

'সময়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন। আল্লাহর এ শপথ করা থেকে বোঝা যায়, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মানুষের সাথে লেগেই থাকবে। মানুষের ওপর দুর্ভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ততা আপতিত হবেই। সময় নিয়ে আল্লাহ শপথ করেছেন—এ শপথ সময়েরই মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য মানুষের সাথে লেগে থাকার কারণ মানুষ নিজেই। এখানে সময়ের কোনো দোষ নেই। মানুষের ভেতরে থাকা ত্রুটির কারণেই তার ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য ত্বরান্বিত হয়। সে জন্যই রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ

"তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না। কারণ, আল্লাহ-ই হলেন যুগের স্রষ্টা।"[১১-১২]

মানবজীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। যে মানুষটি নির্ধারিত কয়েক দশক পার করেছে মাত্র, অচিরেই তাকে যাপিত সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রতিটি ক্ষণ সম্পর্কেই সে জিজ্ঞাসিত হবে। জিজ্ঞাসার সে কঠিন সময়ে তার কাছে জানতে চাওয়া হবে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে।

রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟

১০. সাওয়ানিহ ওয়া তাআম্মুলাত : ১৫
১১. সহিহ মুসলিম : ২২৪৬
১২. তাফসিরু গারায়িবিল কুরআন

'চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দার পদযুগল কিয়ামতের দিন নড়তে পারবে না। প্রথম প্রশ্নটি করা হবে তার জীবন সম্পর্কে। সে তার জীবন কীসে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন তার যৌবন সম্পর্কে। তার যৌবন সে কী কাজে ক্ষয় করেছে? তৃতীয় প্রশ্ন তার সম্পদ নিয়ে। কোথা থেকে অর্জন করেছে সে এ সম্পদ? আর কোথাই-বা ব্যয় করেছে? চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তার ইলম সম্পর্কে। ইলম শিখে কী আমল করেছে সে?'

কিয়ামত দিবসের সময়টি অতি ভয়ংকর একটি সময়। তখন কোনো মানুষের পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, সে এ সময়ে কী করেছে।...মানুষের জীবনের সবচেয়ে কর্মযোগ্য সময়টা হচ্ছে যৌবনকাল। রাসুল ﷺ হাদিসে প্রথমে পুরো জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন যৌবনের কথা। জীবন একটা ব্যাপক সময়। আর যৌবন জীবনের একটি নির্দিষ্ট অংশ। আমের পরে খাস উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসে।

যৌবনকে বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণও রয়েছে। যৌবনে মানুষ বেশি কর্মশক্তির অধিকারী থাকে। জীবনকে আমরা ভাগ করতে পারি তিনটি ভাগে—শিশুকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল। মানুষের শিশু ও বৃদ্ধকাল দুর্বলতায় কাটে। এ দুই কালের সময়গুলো তেমন কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু এ দুই কালের মধ্যবর্তী যৌবনের সময়টি কাজের জন্য উপযুক্ত একটি সময়।[১৩]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ প্রবঞ্চিত হয়ে আছে। একটি হচ্ছে সুস্থতা; অন্যটি হচ্ছে অবসর সময়।'[১৪]

১৩. সাওয়ানিহ ওয়া তাআম্মুলাত : ০৭
১৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২

ইবনুল খাজিন ﷺ বলেন :

نعمة হলো মানুষ যার মাধ্যমে স্বাদ পায় এবং মানুষ যা উপভোগ করে। অন্যদিকে غبن হচ্ছে, কোনো বস্তু কয়েকগুণ দাম দিয়ে কিনে বা ন্যায্য দাম থেকে কম দামে বিক্রয় করে প্রতারিত হওয়া।

সুস্থ মানুষ। কোনো বাধ-প্রতিবন্ধকতা নেই তার। অবসর সময়। কিন্তু সে এ অবসর সময়ের পুরোটা আখিরাতের কাজে ব্যয় করেনি। তাহলে সে মূল্যবান সময়ের বেচা-কেনায় প্রতারিত হয়েছে।

হাদিসের মর্মকথা হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই সুস্থতা ও অবসর সময় থেকে উপকৃত হয় না; বরং এ দুটি নিয়ামত ভুল জায়গাতে ব্যয় করে তারা। ফলে এ দুটি তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, যদি তারা দুটি নিয়ামতকেই যথাযথ জায়গায় ব্যয় করত, তবে তা তাদের জন্য আনয়ন করত প্রভূত কল্যাণ।[১৫]

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচটি বস্তু আসার আগেই পাঁচটি জিনিসকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। তোমার বৃদ্ধকাল আসার আগে যৌবনকালকে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। দারিদ্র্যের পূর্বে ধনাঢ্যতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে। মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।'[১৬]

১৫. সাওয়ানিহ ওয়া তাআম্মুলাত : ১৮

১৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৪৬। শাইখাইনের শর্তে সহিহ।

মানুষের দুটি অবস্থান

পার্থিব এ জীবনই আমল চাষের সময়। আর আখিরাত হচ্ছে সাওয়াবের ফসল তোলার মৌসুম। তাই কোনো মুমিনের জন্য সময় নষ্ট করা ও সময়ের মতো অমূল্য পুঁজিকে অনর্থক খরচ করা মোটেই শোভনীয় নয়।

আজ যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞাত—অচিরেই একদিন আসবে, যেদিন তারা সময়ের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতে পারবে। জানতে পারবে সঠিক সময়ে কাজ করার বহুমূল্যতা সম্পর্কে। মানুষ সময়ের মূল্য ঠিকই বুঝতে পারবে, তবে সেটা সময় চলে যাওয়ার পর। এ বিষয়েই কুরআন দুটি অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছে, যে স্থানে এসে মানুষ লজ্জিত হবে। লজ্জিত হবে সময় নষ্ট করা ও অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার জন্য।

সময়ের অপচয়ের কারণে দুটি সময়ে মানুষ ভীষণ লজ্জিত হবে—

১. জীবনের অন্তিম মুহূর্তে

যখন মানুষ পেছনে রেখে যাবে দুনিয়ার এ জীবনকে। এগিয়ে যাবে আখিরাত পানে। তখন সে আক্ষেপ করবে, যদি তাকে একটুখানি সময় দেওয়া হতো! যদি একটু সুযোগ দেওয়া হতো! তবে সে তার বিনষ্ট অবস্থা ঠিক করে নিত—সংশোধন করে নিত ছুটে যাওয়া আমলগুলো।

২. আখিরাতের ভীষণ মুহূর্তে

আখিরাত। এটি সে সময়ের নাম, যখন প্রতিটি প্রাণকে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি ফল দেওয়া হবে। আখিরাত সে সময়টির নাম, যখন প্রতিটি মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। হয়তো সে জান্নাতবাসী হবে, অথবা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তখন জাহান্নামিরা আফসোস করবে, যদি তাদের আরেকটি বার দুনিয়ার এ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হতো! তাহলে অবশ্যই তারা নতুন করে সৎ আমল করে নিজেদের শুধরে নিত।

কিন্তু এ কেবলই দুরাশা! তাদের এ আবেদন ব্যর্থ। কারণ সময় কখনো ফিরে আসে না। আমলের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে প্রতিদানের সময়।

আমাদের এ সময়ে চোখ বুলিয়ে দেখি। সময়ের অবমূল্যায়ন ও সময়মতো কাজ করার প্রতি মানুষের শিথিলতা আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে! এ সময়টা ঘাটতিতে পরিপূর্ণ। সময় এখন আরাম-আয়েশ ও অলসতায় পর্যবসিত। মানুষের দৃঢ়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে! উচ্চ মনোবল আজ যেন মৃতপ্রায়!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, দিনের পর দিন শেষ হয়ে যায়; অথচ এসবের কোনো হিসেবই করি না আমরা। এতটা সময় নষ্ট হচ্ছে, অথচ কারও মাঝে নেই এতটুকু অস্থিরতাও। যেন কিছুই হয়নি!

এ বেহালদশা কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। কোথায় নেক আমল করার মাধ্যমে সময়ের মূল্য দেওয়া হবে, সে জায়গায় একজন অপরজনকে ডেকে বলে—

চল্ একটু ঘুরে আসি! একটু আড্ডা না হলে জীবনটা চলে নাকি!

ভাই আমার, মুমিনের কি কোনো অবসর সময় থাকে?

মহান প্রভুর এ বাণীটি শুনুন—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

> 'কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, ইবাদতে কঠোর শ্রমে লেগে যাবে। এবং তোমার রবের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে।'[১৭]

আপনি হয়তো মানুষের মাঝে ঘেরা থাকেন। ব্যস্ত থাকেন তাদের নিয়ে। ব্যস্ততা আপনাকে ঘিরে থাকে জীবনের প্রতিটি পদে পদে।...

'তবুও যখন এসব থেকে অবসর পান, যিনি আমাদের সাধনা ও পরিশ্রমের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত, কষ্ট করে ও ক্লান্ত হয়ে করা ইবাদতের যিনি হকদার; একাকী-নিভৃতে মনোযোগ ও মনোনিবেশের সবটুকু পাওয়া যার অধিকার— অবসর সময়ে পুরোপুরি তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করুন।'[১৮]

---

১৭. সুরা আল-ইনশিরাহ : ৭-৮

১৮. ফি জিলালিল কুরআন : ৬/৩৯৩

একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার কোনো কাজ করলে ও সাওয়াবের প্রত্যাশা করলে, সে কাজটি ইবাদতে পরিণত হয়।

এ বিষয়টিই কুরআনের অনেক আয়াতে অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানবকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[১৯]

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[২০]

ভাই আমার,

কিছু সময়ের জন্য আমরা ফিরে যাব সুদূর অতীতে। দেখে আসব অতীতের পাতাগুলো। শুনে আসব সালাফে সালিহিনের সত্য-সুন্দর কথাগুলো। জানব, সময় নিয়ে তাদের মূল্যায়ন। জানব, কীভাবে তারা ব্যবহার করেছেন নিজেদের সময়কে। সময় থেকে তারা কীভাবে উপকৃত হয়েছেন—জানব সে কথাও।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন :

'সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি, যেদিনের সূর্য ডুবে গেছে। আমার আয়ু কিছুটা হলেও ফুরিয়ে গেছে; অথচ আমার আমলের উন্নতি হয়নি।'

সময় চলে যায়। উদ্ভাসিত হয় দিনের আলো। ঘনিয়ে আসে রাতের অন্ধকার। দিন যায়। রাত হয়। কেটে যায় রাত-দিনের শত-সহস্র মুহূর্ত। সময় বিরতিহীন চলমান। দ্রুত অগ্রসরমান। কিন্তু এক সময় সময়ের এ সফর থেমে যায়। সফরের এ সময় মানুষ বাহনে থাকে। সফর শেষে বাহন থেকে অবতরণ করে।

---

১৯. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

২০. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৫